বীরভূম জেলা পরিষদ

সিউড়ী, বীরভূম, পিন-৭৩১ ১০১

Portal: http://panchayat.nic.in/BIRBHUMZP

(০৩৪৬২) ২৫৫-৩১৯ / ৭১২/ ৭১৩

(০৩৪৬২) ২৫৭-০০৩

sabhadhipati-bir@nic.in

aeozp-bir@nic.in

seeyzp-bir@nic.in

০৪/১১/২০১০ তারিখ অনুষ্ঠিত জেলাস্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে পর্যালোচনা সভার কার্য্যবিবরনী ঃ-

মাননীয় জেলাশাসক বীরভূম মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়।
সভার শুরুতে শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও দীপাবলীর আগাম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন সম্পন্ন হয়।

মাননীয় উপ সচিব বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয় বলেন এই সভায় জেলার উন্নয়নের জন্য জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজের পর্যালোচনা করা হবে।

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয় আই.এ.ওয়াই, বি.আর.জি.এফ, দ্বাদশ অর্থ কমিশন (প্রকৃত পক্ষে এই স্কিম শেষ হয়ে গেছে) ও বিভিন্ন স্কিমের (বিধবা, বৃদ্ধ, অক্ষম) পেনশন ইত্যাদি টাকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খরচ করে প্রয়োজনীয় ইউ.সি দেওয়ার জন্য বলেন এবং পরের আর্থিক বৎসরের টাকা যাতে ঠিকমতো পাওয়া যায় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে নজর দেওয়ার অনুরোধ জানান।

তিনি সহায় প্রকল্প সম্পর্কে বলেন যে এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল প্রকল্প কিন্তু এই জেলার অবস্থা খুবই খারাপ এবং প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায় বন্ধু নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ডি.আর.ডি.সি থেকে প্রয়োজনীয় সহায় বন্ধু নিয়োগের প্রক্রিয়া করে একটি প্যানেল তৈরী করে সেখান থেকে নিয়োগ করা হবে।

সামগ্রিক ভাবে এই বিষয়গুলির পর নিম্নলিখিত প্রকল্পভিত্তিক আলোচনা ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। আলোচনায় মাননীয় জেলাশাসক, জেলা পরিষদের ক্ষুদ্রশিল্প বিদ্যুত, পূর্ত কার্য্য, জনস্বাস্থ্য ও কৃষিসেচ স্থায়ী সমিতি সমূহের মাননীয় কর্মাধ্যক্ষগণ অংশগ্রহণ করেন।

১)মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত প্রকল্প ঃ-

পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এই কাজের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জামনা ইন্দাস ইত্যাদি বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতে এই স্কিমের টাকা খরচ হয়নি বলে সভা জ্ঞাত হয়। এ প্রসঙ্গে মাননীয় জেলাশাসক মহাশয় বলেন যে, যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি সঠিক ভাবে টাকা খরচ করেনি সেই সব গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে পরে টাকা দেওয়া হবে না এবং যেসব গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি টাকা খরচ করেছে তাদের টাকা দেওয়া হবে।

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয় জানান যে টাকা খরচা না করা হলে সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহী করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে পেনাল এ্যাকশন হতে পারে।

৩৩ শতাংশ কভার করেছে এমন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি মহিলাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেছে বাকিগুলির ক্ষেত্রেও এভাবেই উদ্যোগ নিতে হবে। পরিবারের প্রথমেই মহিলার নাম নথিভুক্ত করতে হবে

এবং সরকারী গাইড মোতাবেক কাজ করতে হবে। ৬০/৪০ শতাংশ নিয়ম অবশ্যই রাখতে হবে এবং কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এ ব্যাপারে পিছিয়ে আছে।

এম.আই.এস.-এর ডাটা এন্ট্রির পারফরমেন্স কিছু নিচে নেমেছে এ বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। প্রতিদিন কমপক্ষে ১৬ ঘণ্টা ডাটা এন্ট্রি করতে হবে এবং প্রয়োজনে ২টি শিফটে কাজ করতে হবে। টাকা খরচ করলেই কাজ শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই এম.আই.এস. এন্ট্রি করতে হবে। প্রয়োজনে অন্য জায়গা থেকেও লোক নিয়ে কাজ করতে হবে এবং ১৬ ঘণ্টা অফিস খুলে রাখতে হবে এজন্য নাইট গার্ড/ পিওন-কে ওভারটাইম লাগলে দিতে হবে। এখনও অনেক জায়গায় মাস্টার রোল ঠিক মতো তৈরী হয়নি এ ব্যাপারে দেখতে হবে ও খরচের অন্ততঃ ৯৫ শতাংশ ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করতে হবে। ব্লক থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়ে ৬দিনের মধ্যে কাজ শুরু করে ৯দিনের মধ্যে ডাটা এন্ট্রি করতে হবে।

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয় গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সুপারভাইজারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সমস্যার নিরসনে একটি সিস্টেম ব্যাখ্যা দেন। ১) স্থায়ী তালিকা থেকে সুপারভাইজার নিয়োগ করতে হবে। ২) প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রত্যেক শুক্রবার সভা ডাকতে হবে (অনেক জায়গায় সভা না ডাকার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে)। ৩) মাস্টার রোল সংগ্রহের জন্য যে কোন ভালো স্বনির্ভর দলকে নিয়োগ করতে হবে। ৪) কাজের মাস্টার রোল আসার পরে একদিনের মধ্যে ডাটা এন্ট্রি করতে হবে। ৫) সংশ্লিষ্ট স্বনির্ভর দল মাস্টার রোলের জন্য নির্দিষ্ট টাকা পাবেন। ব্লক থেকে কাজের এ্যাপ্রুভ্যাল দিয়ে জেলাতে পাঠাতে হবে তার পরে কাজ শুরু করতে হবে ও ৯দিনের মধ্যে বেনিফিসিয়ারিকে টাকা পেমেন্ট করতে হবে। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে ১০ লক্ষ টাকায় একটি গ্রামে পাকা রাস্তা তৈরী করতে হবে এবং প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি এই একই কারণে ২০ লক্ষ টাকা খরচা করতে পারবে। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ২০১০-এর মধ্যে প্রত্যেক গ্রামোন্নন সংসদে ৪লক্ষ করে টাকা খরচা করতে হবে।

মাননীয় জেলাশাসক মহাশয় বলেন ইনফর্মেশন শীটে বেসিক ওয়ার্ক থাকবে। মাস্টার রোল হওয়ার পর এম.আই.এস এন্ট্রি করে ৯ দিনের মধ্যে টাকা পেমেন্ট করতে হবে।

মাননীয় উপ-সচিব বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয় এই স্কিমে টাকা কি ভাবে খরচ করতে হবে তার রূপরেখা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

২) ইন্দিরা আবাস যোজনা ঃ-

জেলায় এই স্কিমের টাকা খরচার হার খুবই কম বলে সভা জ্ঞাত হয়। পি- ১ ও ২ তালিকা মোতাবেক কাজ করতে হবে। এই টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরলীকরণ করতে হবে। সরকারী জায়গা বা আশয়হীনদের দেয় জায়গায় বাড়ী তৈরী করতে হবে। কয়েকটি ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে সহযোগিতা করছে না বলে জানানো হয়।

মাননীয় জেলাশাসক মহাশয় ১০০টির মধ্যে ১০টিতে সমস্যা থাকলে সেই ১০টিকে বাদ দিয়ে বাকিগুলি দেওয়ার জন্য বলেন।

পরে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক মোতাবেক এই কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বেনিফিসিয়ারির মৃত্যু হলে তার লিগ্যাল উত্তরাধিকারি বা স্ত্রী এই সুযোগ পাবেন বলে জানানো হয়। ভোটের কার্ডের জেরক্স, ছবি, রেশন কার্ডের জেরক্স ও জমির দলিলের জেরক্স দিতে হবে। প্রয়োজনীয় ইউ.সি দেওয়ার জন্য প্রত্যেক বি.ডি.ও-কে অনুরোধ জানানো হয়। ইন্দিরা আবাস যোজনার ক্ষেত্রে দ্রুত টাকা খরচার বিষয়ে জেলাশাসক ইতিমধ্যেই এক সরলীকৃত প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা সহ একটি চিঠি দিয়েছেন। সকলকে এই চিঠি অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হল। ইন্দিরা আবাস যোজনার ব্যয় এই মাসের শেষে গড়ে ৭০ শতাংশ করা হবে। সভায় যে সমস্ত বি.ডি.ও সাহেবরা তাদের পঞ্চায়েত সমিতির খরচা ৬০ শতাংশ হয়ে গেছে বলে জানালেন। তাদের অনুরোধ করা হল সভার শেষে ইউ/সি-তে সহি করে দিয়ে যাওয়ার জন্য।

৩)আই.জি.এন.ও.এ.পি.এস ঃ-

মাননীয় জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ আধিকারিক মহাশয় এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তিনি বেনিফিসিয়ারিদের যোগ্যতা ও বিভিন্ন গাইডলাইনগুলি সম্পর্কে সভাকে জ্ঞাত করেন। ১লা জানুয়ারী ২০১০-এর পর যে সমস্ত উপভোক্তাদের নাম এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ পরীক্ষা করে ভাতার টাকা দিতে হবে।

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহ আধিকারিক মহাশয় সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত সমস্ত ব্লককে বৃদ্ধভাতা ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলেন। আম আদমী ও প্রফলাল-এর বেনিফিসিয়ারিদের নাম রেজিষ্টার খাতায় নথিভুক্ত করার জন্য বলেন। নভেম্বর ২০১০ মাসের মধ্যে সকল প্রফলাল উপভোক্তার নাম আম আদমী বীমা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরে জি.পি.এম.এস ও আই.এফ.এম.এস স্কিমের ব্লক মোতাবেক বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিউড়ী-২নং ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি পিন না দেওয়ার জন্য তাদের বি.আর.জি.এফ-এর টাকা দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়।

৪)দ্বাদশ অর্থ কমিশন ঃ-

এই প্রকল্প নভেম্বর ২০১০-এ শেষ হবে বলে জানানো হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক মোতাবেক বিস্তারিত আলোচনা হয়।

আলোচনায় দেখা যায় যে এখনও অনেক পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের অর্থ অব্যয়িত অবস্থায় পড়ে আছে। এই অর্থ অনতিবিলম্বে নভেম্বর ২০১০-এর মধ্যে খরচা করে ১০০ শতাংশ সদ্ব্যবহারের সংশাপত্র জমা দিতে হবে।

৫)২য় রাজ্য অর্থ কমিশন ঃ-

এই প্রকল্পটিও এই বছরে শেষ হয়ে গেছে। এর ক্ষেত্রে অব্যয়িত অর্থ বর্তমান মাসের মধ্যে খরচা করে ১০০ শতাংশ সদ্ব্যবহারের সংশাপত্র নভেম্বর ২০১০-এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

৬)বি.আর.জি.এফ, পঞ্চায়েত সমিতি/গ্রাম পঞ্চায়েত শেয়ার ঃ-

এই প্রকল্পে গড় সদ্ব্যবহারের পরিমান পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে মাত্র ৮০ শতাংশ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মাত্র ৩৩ শতাংশ । এই অবস্থায় পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ভুমিকার জন্য জেলা সার্বিক ভাবে পরবর্তী কিস্তি পাওয়ার জন্য বঞ্চিত হচ্ছে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এমত অবস্থায় স্থির করা হল যে, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান মাসের মধ্যে অন্ততঃ ৬০ শতাংশ খরচা করে ইউ.সি দিতে হবে। এই প্রকল্পে " প্ল্যান প্লাস " এন্ট্রি ও বর্তমান বৎসরের পরিকল্পনা তৈরীর কাজে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

৭)সহায় প্রকল্প ঃ-

এই প্রকল্প রূপায়ন করার জন্য ইতিমধ্যে বাংলায় একটি চিঠি করা হয়েছে। ১৫ নভেম্বরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু একজন সহায় বন্ধু নিয়োগ করতে হবে। ১৫ থেকে ২২ তারিখের মধ্যে একটি প্রশিক্ষন দেওয়া হবে ২২ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে সার্ভে করবে। দুঃস্থ মানুষদের তালিকা সহায় তালিকায় থাকবে এবং তা গ্রাম পঞ্চায়েতে টাঙিয়ে রাখতে হবে। আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্ততপক্ষে একটি সংসদে " সহায় " প্রকল্প চালু করতে হবে।

৮)এর পর এস.আর.ডি, প্রকল্পের তরফ থেকে এই প্রকল্প ও আই.এস.জি.পি প্রকল্পে জেলার অগ্রগতি আলোচনা করা হয়। গ্রামোন্নয়ন সমিতি স্তরে যে সব টাকা পড়ে আছে তাও যাতে দ্রুত খরচা ও সদ্ব্যবহার করা যায় সে বিষয়েও সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

৯)মাননীয় জেলাশাসক মহাশয় সভায় বলেন যে, আজকে যেসব সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হল সে সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে তা ফলপ্রসু করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনীয় ইউ.সি সঠিক সময়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান।

সভায় অন্য কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় পারস্পরিক ধন্যবাদান্তে সভার কাজ শেষ হয়।

জেলাশাসক
বীরভূম ও নির্বাহী আধিকারিক
বীরভূম জেলা পরিষদ

বীরভূম জেলা পরিষদ

সিউড়ী, বীরভূম, পিন-৭৩১ ১০১

Portal: http://panchayat.nic.in/BIRBHUMZP

(০৩৪৬২) ২৫৫-৩১৯ / ৭১২/ ৭১৩

(০৩৪৬২) ২৫৭-০০৩

sabhadhipati-bir@nic.in

aeozp-bir@nic.in

secyzp-bir@nic.in

পত্রাঙ্ক ২৩২৩ (৮১) বী. জেড. পি।　　　　তারিখ ২৯/১১/২০১০.

ইহার প্রতিলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল ঃ -

১) সভাধিপতি, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২) সহকারী সভাধিপতি, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৩) অধ্যক্ষ, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৪) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৫) সচিব, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৬) উপ সচিব, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৭-১৫) কর্মাধ্যক্ষ, সকল স্থায়ী সমিতি, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
১৬) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, বীরভূম, সিউড়ী ।
১৭) জেলা বাস্তুকার, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
১৮) নির্বাহী বাস্তুকার, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
১৯) ডি.পি.ডি, ডি.আর.ডি.সি সিউড়ি, বীরভূম।
২০) ডি.এন.ও, এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. সেল, সিউড়ী, বীরভূম ।
২১) জেলা সমন্বয়কারী, এস.আর.ডি সেল, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২২) ডি.আই.ও, এন.আই.সি, সিউড়ী, বীরভূম ।
২৩) সি.এম.ও.এইচ, সিউড়ী, বীরভূম ।
২৪) পরিষদ অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড অডিট অফিসার, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২৫) জেলা সমন্বয়কারী, স্যানিটেশন সেল, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২৬) জেলা নোডাল অফিসার, সি.এইচ.সি.এম.আই, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২৭) সহ বাস্তুকার, পি.এইচ.ই, সজলধারা ।
২৮) সি.এ, জেলাসাশক, সিউড়ী, বীরভূম ।
২৯) অফিস সুপার-ইন-টেনডেন্ট, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৩০) প্রধান সহায়ক, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৩১) হিসাব রক্ষক, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৩২-৬৯) বি.ডি.ও, সভাপতি, সকল পঞ্চায়েত সমিতি, বীরভূম ।
--পঞ্চায়েত সমিতি ।

29.11.10

সচিব

বীরভূম জেলা পরিষদ

D:\My Documents\Dt. Dev. Pl & M Mtng\Forw letter(DLRM).doc